গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা

অক্টোবর ২০২২ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী
সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ : ২০ নভেম্বর ২০২২
সময় : সকাল: ১০.০০ মিনিট
স্থান : সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নম্বর-৮২১)
উপস্থিত : পরিশিষ্ট - ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হয়।

২। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর নিম্নের বিবরণ অনুযায়ী সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.	**বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা** ১৭ অক্টোবর'২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করা হয়। কার্যবিবরণীতে কোনো সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধন প্রস্তাব পাওয়া যায়নি।	বিগত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ় করা হল।	উপসচিব (সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ) ও সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা
২.	**অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকরণ:** **অক্টোবর'২২ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার তথ্যাদি**		

দপ্তর/সংস্থার নাম	সেপ্টেম্বর'২২ মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	অক্টোবর'২২ মাসে আগত মামলার সংখ্যা	মোট	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				বিবেচ্যমাসে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা
				চাকরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	দণ্ড	অব্যাহতি	মোট	
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৮	০	০৮	-		০	০	০৮
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	-	-	-	-	-	-	-	-
বিআরটিএ	১৩	০৩	১৬	-	১	-	১	১৫
বিআরটিসি	৩৫	০৬	৪১	-	০৩	০২	০৫	৩৬
ডিটিসিএ	-	-		-	-	-	-	-
মোট	৫৬	০৯	৬৫	-	০৪	০২	০৬	৫৯

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ: যুগ্মসচিব (প্রশাসন) জানান, অক্টোবর'২২ মাসে কোনো মামলা রুজু বা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে এ বিভাগের চলমান মামলার সংখ্যা ৮টি। তন্মধ্যে ১টি মামলার তদন্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হলে পুনঃতদন্তের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ১টি মামলা সরকারি কর্ম কমিশন এর মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। ০১টি মামলার শুনানী হয়েছে। ০২ টি মামলার তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। ১টি মামলা তদন্তাধীন এবং ০২টি মামলার শুনানীর জন্য অপেক্ষমান।	বিধি-বিধান অনুযায়ী মামলার কার্যক্রম অব্যাহত এবং মামলাগুলো নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	যুগ্মসচিব (প্রশাসন) / সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তা
	সওজ অধিদপ্তর: সওজ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান, সওজ অধিদপ্তরে বর্তমানে কোনো বিভাগীয় মামলা চলমান নেই।	বিভাগীয় মামলা পাওয়া গেলে বিধি-বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	বিআরটিএ: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। সেপ্টেম্বর ২০২২ মাসে অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ছিল ১৩টি। অক্টোবর'২২ মাসে ০৩টি মামলা রুজু এবং ০১টি নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ১৫টি। উক্ত ১৫টি বিভাগীয় মামলার মধ্যে আদালতে ১টি ও দুদকে ৬টি মামলা চলমান থাকায় চূড়ান্ত আদেশ/সিদ্ধান্ত অপেক্ষমান রয়েছে এবং ১টি বিভাগীয় মামলার তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে, সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষমান রয়েছে (উক্ত বিভাগীয় মামলার অভিযুক্তকে অন্য একটি বিভাগীয় মামলায় চাকুরী হতে বরখাস্ত দন্ড প্রদান করা হয়েছে। ৭টি বিভাগীয় মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে।	বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং তদন্তাধীন মামলার তদন্ত কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করে প্রতিবেদন দিতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ উপসচিব (আইন)

ক্রম	...না	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	বিআরটিসি: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান সেপ্টেম্বর'২২ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ছিল ৩৫টি। অক্টোবর মাসে ৭টি মামলা রুজু এবং ৬টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ৩৬টি। মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত আছে।	বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
৩.	**<u>আদালতে অনিষ্পন্ন মামলা</u>** **সেপ্টেম্বর'২২ সময় পর্যন্ত মামলার তথ্যাদি নিম্নরূপ:**		

দপ্তর/সংস্থার নাম	সেপ্টেম্বর'২২ মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	অক্টোবর'২২ মাসে আগত মামলার সংখ্যা	মোট	বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	মামলার ফলাফল		মাস শেষে পেন্ডিং মামলার সংখ্যা
					সংস্থার পক্ষে	বিপক্ষে	
সওজ অধিদপ্তর	৩৮৭৭	৩৭	৩৯১৪	৫	৫	০	৩৯০৯
বিআরটিএ	২৯১	২	২৯৩	০	০	০	২৯৩
বিআরটিসি	৯৩	১	৯৪	০	০	০	৯৪
ডিটিসিএ	০৪	০	০৪	০	০	০	০৪
মোট	৪২৬৫	৪০	৪৩০৫	৫	৫	০	৪৩০০

	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(ক) উপসচিব (আইন) জানান, আইন শাখা হতে জানানো হয়েছে জেলা পর্যায়ে প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের বিষয়ে সলিসিটর উইং এর সাথে যোগাযোগ হয়েছে। তাছাড়া সলিসিটর উইং এর সাথে আইন অধিশাখার যোগাযোগ অব্যাহত আছে। ইতিবাচক মতামত দিয়ে নথি উপস্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ রাখার জন্য সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন। (খ) সওজ অধিদপ্তর হতে জানানো হয়েছে তেজগাঁও এলাকায় সওজ এর ২ একর জায়গা উদ্ধারের বিষয়ে ০১ নভেম্বর ২০২২ তারিখ মালিক পক্ষের সাথে সভা করা হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ০৮ নভেম্বর ২০২২ তারিখের মধ্যে মালিক পক্ষ সকল কাগজপত্র জমা দিয়েছেন। ২৩ নভেম্বর ২০২২ তারিখে মালিক পক্ষের সাথে পুনরায় আলোচনায় বসা হবে। কাগজপত্র ভাল করে পর্যালোচনা করে দেখে প্রয়োজনীয় সকল আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। সভাপতি এ প্রসঙ্গে আরো অবহিত করেন, এধরনের মামলা হলে তাৎক্ষণিক চেম্বার জজ আদালতে গিয়ে আপীল করার প্রস্তুতি রাখার জন্য এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পরামর্শ প্রদান করেন। (ঘ) উপসচিব (আইন) জানান, শরীয়তপুর সড়ক বিভাগে ১(এক) লক্ষ টাকার বিপরীতে ৫(পাঁচ) কোটি টাকা দাবীর বিষয়ে সৃষ্ট মামলার সকল কাগজপত্রসহ নথি মন্ত্রণালয়ে পাওয়া গিয়েছে। নথি পর্যালোচনাসহ পরবর্তী কার্যক্রম চলমান আছে।	(ক) জেলা পর্যায়ে প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের ইতিবাচক মতামতের বিষয়ে সলিসিটর উইং এবং সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। (খ) (১) তেজগাঁও এলাকায় সওজ এর ২ একর জায়গা উদ্ধারের বিষয়ে মালিক পক্ষের সকল কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখে সর্বাত্বক আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (খ) (২) জমির ভূয়া মালিকানা দাবীর বিষয়ে আদালতের আদেশের বিরুদ্ধে চেম্বার জজ আদালতে আপীল দায়েরের প্রস্তুতি রাখতে হবে। (ঘ) ১ (এক) লক্ষ টাকা বকেয়ার বিপরীতে ৫(পাঁচ) কোটি টাকা দাবীর বিষয়ে সৃষ্ট মামলার নথি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ উপসচিব (আইন)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী, শরিয়তপুর সড়ক বিভাগ
	(ঙ) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) জানান, আরবিট্রেশন মামলায় অতিরিক্ত সিটিং মানি বাবদ ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা সম্মানী দাবীর বিষয়ে নথি উপস্থাপন করা হয়েছে। যেহেতু আরবিট্রেশন ট্রাইব্যুনাল উক্ত চাহিদা দাখিল করেছেন, তাই উক্ত টাকা পরিশোধের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তা না হলে সলিসিটর উইং এর মতামত নেয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, সলিসিটর উইং এর মতামতের আলোকে ইতোপূর্বে এ ধরণের অর্থ পরিশোধের নজির রয়েছে।	(ঙ) নিয়ম ও বিধি বিধান অনুযায়ী চাহিত সম্মানীর ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
	সওজ অধিদপ্তর: (ক) প্রধান প্রকৌশলী সওজ অধিদপ্তর জানান, অক্টোবর'২২ মাসে ৩৭টি মামলা রুজু এবং সংস্থার পক্ষে ৫টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় সওজ অধিদপ্তরের মামলার সংখ্যা ৩৯০৯টি। মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিজ্ঞ আইনজীবীর সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ অব্যাহত আছে। মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। (খ) সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, ঢাকা জোনে ১ জন এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা পদায়ন করা হয়েছে এবং তাকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। চট্টগ্রাম জোনে কর্মকর্তা পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।	(ক) মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে তৎপরতার সাথে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং নিয়মিত আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। (খ) চট্টগ্রাম জোনে এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ উপসচিব (আইন)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	বিআরটিএ : চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, (ক) বিআরটিএ'র অক্টোবর'২২ মাসে ২টি মামলা রুজু ও কোনো মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ২৯৩টি। মামলাগুলো নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আইন উপদেষ্টাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। (খ) বিআরটিএ ট্রাস্টি বোর্ড তহবিলে চাহিত অনুদানের বিষয়ে ১৪ আগস্ট, ২০২২ তারিখে বিআরটিএ হতে পুনরায় প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। চাহিত ৫০ কোটি টাকা না পাওয়া গেলেও অন্তত ১০ কোটি টাকা অর্থ মন্ত্রণালয় হতে বরাদ্দ পাওয়া গেলে আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী অর্থ পরিশোধ সম্ভব হবে। বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় যৌক্তিক পরিমাণ অর্থ চেয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ে পুনরায় প্রস্তাব প্রেরণের জন্য সভায় পরামর্শ দেয়া হয়।	(ক) মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) বিআরটিএ'র ট্রাস্টি বোর্ড তহবিলে যৌক্তিক পরিমাণ অর্থ চেয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ে পুনরায় প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ উপসচিব (আইন/ বিআরটিএ)
	বিআরটিসি : চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, অক্টোবর'২২ মাসে ১টি মামলা রুজু এবং কোনো মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় অনিষ্পন্ন মামলা সংখ্যা ছিল ৯৪টি। মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্যানেল আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ উপসচিব (আইন)
	ডিটিসিএ নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ' জানান, বিজ্ঞ আদালতে বিচারাধীন মামলা রয়েছে ০৩টি (০১টি কনটেম্পট, ২টি রীট)। কনটেম্পট মামলাটি পরবর্তী শুনানীর জন্য অপেক্ষাধীন রয়েছে। ২টি রীট মামলার মধ্যে ০১টি শুনানীর জন্য অপেক্ষাধীন ও অপর মামলার ওকালতনামা আদালতে দাখিল করা হয়েছে।	মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ উপসচিব (আইন)

৪. **অডিট আপত্তির বিবরণী:**

বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা	প্রারম্ভিক জের	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা				মোট	বর্তমান মাসে নিষ্পত্তি	মোট অনিষ্পন্ন
		সাধারণ	অগ্রিম	খসড়া	এ মাসে প্রাপ্ত			
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০১	-	-	০১	-	০১	-	১
সওজ অধিদপ্তর	৭৩০৮	১১৫৪	৫৫৪৪	৬১০	-	৭৩০৮	৫০	৭২৫৮
বিআরটিসি	১২০৭	১৬৬	৯৫০	৯১	-	১২০৭	২	১২০৫
বিআরটিএ	৩৬৪	১৩৬	২২৮	-	-	৩৬৪	-	৩৬৪
ডিটিসিএ	১১	০৩	৮	-	-	১১	২	০৯
ডিএমটিসিএল	৩৩	১১	২২	-	-	৩৩	-	৩৩
মোট	৮৮৯৭	১৪৬৩	৬৭৩২	৭০২	-	৮৮৯৭	৫৪	৮৮৪৩

উপসচিব (অডিট) জানান, সেপ্টেম্বর'২২ মাসে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল ৮৮৯৭টি। অক্টোবর'২২ মাসে কোনো অডিট আপত্তি অন্তর্ভুক্ত হয়নি এবং ৫৪টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ৮৮৪৩টি।

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	উপসচিব (অডিট) জানান- (ক) উপসচিব, অডিট জানান, অক্টোবর'২২ মাসে ৪টি (১০, ২০, ২৬ ও ৩০অক্টোবর ২০২২) সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের জন্য অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। (খ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর জানান, অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কিছু অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে সাময়িক সময়ের জন্য পরামর্শক হিসেবে নিয়োগের লক্ষ্যে আইনগত দিক পর্যালোচনা করে শীঘ্রই একটি প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। ৩০.১১.২০২২ তারিখের মধ্যে একটি প্রস্তাব মন্ত্রালয়ে প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) (১) ত্রি-পক্ষীয় সভা আহবান অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কিছু অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে সাময়িক সময়ের জন্য পরামর্শক হিসেবে নিয়োগের লক্ষ্যে আইনগত দিক পর্যালোচনা করে ৩০.১১.২০২২ তারিখের মধ্যে একটি প্রস্তাব মন্ত্রালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব)/ উপসচিব (অডিট) /নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	(গ) সওজ অধিদপ্তরের জন্য প্রস্তুতকৃত অডিট সফটওয়্যারটি আগামী সমন্বয় সভার পূর্বে আপডেট নিশ্চিত করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(গ) আগামী সমন্বয় সভার পূর্বে অডিট সফটওয়্যার আপডেট নিশ্চিত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	(ঘ) যুগ্মসচিব (প্রশাসন) সভাকে অবহিত করেন, সিলেট সড়ক বিভাগের আওতায় মহাসড়কে ওয়ে স্কেল মেশিন না বসিয়ে বিল উত্তোলন সংক্রান্ত অডিট আপত্তিটি নিষ্পত্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। চিঠি চালাচালি ও একে অপরকে দোষারোপ করে আপত্তি নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবেনা। আডিট আপত্তটি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিষয়টি গভীরভাবে পর্যালোচনা করে প্রধান প্রকৌশলীকে একটি প্রতিবেদন দাখিলের জন্য তিনি অনুরোধ জানান।	(ঘ) ওয়ে স্কেল মেশিন না বসিয়ে বিল উত্তোলন সংক্রান্ত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিষয়টি গভীরভাবে পর্যালোচনা করে একটি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	(ঙ) জেলাভিত্তিক অডিট আপত্তির তালিকা প্রস্তুতপূর্বক ক্রাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। প্রতিটি সড়ক বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেয়ার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত	(ঙ) (১) জেলাভিত্তিক অডিট আপত্তির তালিকা প্রস্তুতপূর্বক ক্রাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা	

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	কোনো কর্মকর্তা বদলীর সময় অডিট নিষ্পত্তি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য বুঝিয়ে না দেয়া পর্যন্ত কর্মস্থল হতে তাকে অবমুক্ত না করার জন্য সভাপতি প্রধান প্রকৌশলীকে পুনরায় পরামর্শ প্রদান করেন। প্রত্যেক কর্মকর্তার এসিআরএ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত দক্ষতার প্রতিফলন থাকার বিষয়ে সভাপতি প্রধানপ্রকৌশলীকে অনুরোধ জানান। অক্টোবর'২২ মাসে বদলী হওয়া ৮ জন কর্মকর্তার কাছ থেকে পূর্বের কর্মস্থলের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য বুঝে নেয়ার বিষয়ে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	গ্রহণ করতে হবে। (ঙ) (২) দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা বদলীর সময় অডিট নিষ্পত্তি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য বুঝিয়ে না দেয়া পর্যন্ত কর্মস্থল হতে অবমুক্ত করা যাবে না। (ঙ) (৩) প্রত্যেক কর্মকর্তার এসিআরএ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত দক্ষতার প্রতিফলন থাকতে হবে। (ঙ) (৪) অক্টোবর'২২ মাসে বদলী হওয়া ৮ কর্মকর্তার কাছ থেকে পূর্বের কর্মস্থলের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য নিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)
	(চ) DUTP প্রকল্পের ৮টি অগ্রিম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে মতামত যাচাই-বাছাইয়ের নিমিত্ত অবলোপন সংক্রান্ত কমিটির সভার রেকর্ড নোটে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সদস্য (পরিচালক) এখনও স্বাক্ষর করেননি। তিনি মহাপরিচালক মহোদয়ের সাথে আলাপ করে এ বিষয়ে শীঘ্রই সিদ্ধান্ত নিবেন মর্মে জানিয়েছে। এ বিষয়ে তার সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	(চ) DUTP প্রকল্পের ৮টি অগ্রিম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে অনুষ্ঠিত অবলোপন সংক্রান্ত কমিটির মিটিং রেকর্ড নোটে স্বাক্ষরের বিষয়ে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে নিয়মিত যোগযোগ রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ
	(ছ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল জানান, ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)-এর ৩৩টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২২টি অগ্রিম আপত্তির মধ্যে ২০টি আপত্তির জবাব ২০ অক্টোবর ২০২২ তারিখে ফাপাডে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও ১টি আপত্তির জবাব গত ১৬ মার্চ ২০২২ তারিখ পরিবহন অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ০১টি (আংশিক) আপত্তির জবাব প্রস্তুতের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।	(ছ) ডিএমটিসিএল এর ৩৩টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে এবং ২০টি অগ্রিম অডিট আপত্তির প্রেরিত জবাবের বিষয়ে ফাপাডের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট
	(জ) অডিট ক্যাডার হতে সদ্য উপসচিব পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মধ্যে হতে পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব) পদে পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(জ) (২) অডিট ক্যাডার হতে সদ্য উপসচিব পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মধ্যে হতে পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব) পদে পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ উপসচিব (অডিট)
	(ঝ) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রতিটি দপ্তর/সংস্থায় নিয়মিতভাবে Internal Audit করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এ বিষয়ে সংস্থা/প্রধানদের নির্দেশনা প্রদান করে অডিট শাখা হতে পত্র দিতে হবে।	(ঝ) (১) প্রতিটা দপ্তর/সংস্থায় নিয়মিতভাবে Internal Audit করতে হবে। (ঝ) (২) Internal Audit করার বিষয়ে সংস্থা/প্রধানদের নির্দেশনা প্রদান করে অডিট শাখা হতে পত্র দিতে হবে।	
৫.	**পেনশন কেইস:**		

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা		বিগত মাস হতে আগত	বিবেচ্যমাসে আগত	মোট	বিবেচ্যমাসে নিস্পত্তি	অবশিষ্ট অনিস্পন্ন	মন্তব্য
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (সওজ কর্মকর্তাদের পেনশন কেইস)		১	-	১	-	১	দীর্ঘ পেন্ডিং
		২৫	-	২৫	১	২৪	সাময়িক পেন্ডিং
সওজ অধিদপ্তর	১ম - ৯ম গ্রেড	০৯	০৩	১২	১	১১	
	১০ম - ২০তম গ্রেড	-	০৯	০৯	০৯	-	
বিআরটিসি		২৫৪	০৬	২৬০	৩২	২২৮	গ্র্যাচুইটি
বিআরটিএ		-	-	-		-	
ডিটিসিএ		-	-	-	-	-	
মোট		২৮৯	১৮	৩০৭	৪৩	২৬৪	

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ক. সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ: (১) সওজ গেজেটেড ও সংস্থাপন শাখার প্রতিনিধি জানান, দীর্ঘ পেন্ডিং ১টি পেনশন কেইসের (জনাব খালেকুজ্জামান) অডিট সংক্রান্ত প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। অডিট আপত্তিটি পিএ কমিটিতে উত্থাপনের জন্য অপেক্ষমান রয়েছে। এছাড়া, পেন্ডিং ২৫টি পেনশন কেইসের মধ্যে অক্টোবর'২২ মাসে ১টি কেইস নিষ্পত্তি করা হয়েছে কোনো পেনশন কেইস নতুন না আসায় বর্তমানে ২৪টি পেনশন কেইস অনিষ্পন্ন রয়েছে। অডিট শাখার অনাপত্তি না পাওয়ায় উক্ত পেনশন কেইস পেন্ডিং রয়েছে। উপসচিব (অডিট) জানান, সাময়িক পেন্ডিং পেনশন কেইস নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং ৩০ অক্টোবর ২০২২ তারিখ সংশ্লিষ্ট ১ জন কর্মকর্তা'র আপত্তির উপর ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজন করা হয়েছে। চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে ৩জন কর্মকর্তার অডিট আপত্তির সমন্বয়ে একটি বিশেষ সভা আয়োজনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। (২) স্থগিত থাকা ০৯ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে ৩ জন কর্মকর্তার পেনশন আবেদনের প্রেক্ষিতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি পত্র প্রাপ্তি স্বাপেক্ষে ১জন কর্মকর্তার পেনশন প্রদান করা হয়েছে। অপর ২ জন কর্মকর্তাকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে অনাপত্তি প্রদান না করায় পেনশন প্রদান করা সম্ভব হয়নি। বিষয়টি পর্যালোচনার জন্য ১৩.০৯.২০২২ তারিখে এ সংক্রান্ত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় বিস্তারিত উল্লেখপূর্বক পুনরায় পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।	(১) (ক) জনাব খালেকুজ্জামান এর খসড়া অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পিএ কমিটিতে উত্থাপনের উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (১) (খ) সাময়িক পেন্ডিং পেনশন কেইস নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং পেনশন কেইস সম্পর্কিত বিশেষ ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজন অব্যাহত রাখতে হবে। (২) ২ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার পেনশন প্রদানের নিমিত্ত অনাপত্তি পত্রের জন্য পুনরায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পত্র দিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব)/উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন)/ সি:স: সচিব (অডিট)
	খ. সওজ অধিদপ্তর: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, সওজ অধিদপ্তরের ১২টি পেনশন কেইসের মধ্যে অক্টোবর'২২ মাসে ০১টি নিষ্পত্তি হওয়ায় পেনশন কেইসের সংখ্যা ১১টি। বিবেচ্য মাসে ১০-২০ তম গ্রেডের ০৯টি পেনশন কেইস নিষ্পত্তি করা হয়েছে।	অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন প্রদানের কার্যক্রম দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিষ্পিত্তির উদ্যোগ নিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	গ. বিআরটিসি বিআরটিসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের প্রতি মাসে গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া পরিশোধের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। অক্টোবর ২০২২ মাসে ২,৮৫,১৬,৮০৬ (দুই কোটি পঁচাশি লক্ষ ষোল হাজার আটশত ছয়) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।	ধারাবাহিকতা ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্রাচ্যুইটি ও বকেয়া পরিশোধ অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
	ঘ. বিআরটিএ: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, বিআরটিএতে কোনো পেনশন কেইস অনিষ্পন্ন নেই। প্রত্যেক কর্মকর্তা পেনশনে যাবার পূর্বেই কাগজপত্র প্রস্তুত করে থাকেন। তাই আবেদন প্রাপ্তির সাথে সাথেই তা নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়।	পেনশন কেইস পাওয়া গেলে তা দ্রুততম সময়ে নিষ্পত্তির উদ্যোগ নিতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
৬.	**আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন:** **ক. সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর আওতায় বিধিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত:** উপসচিব (বিআরটিএ) জানান, সড়ক পরিবহন বিধিমালা ২০২২ এর ওপর অর্থ বিভাগের মতামত পাওয়া গিয়েছে। এস. আর. ও জারির নিমিত্ত ১৫.১১.২০২২ তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	এস. আর. ও জারির বিষয়ে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/উপসচিব (বিআরটিএ)
	খ. বিআরটি বিধিমালা ২০২২ প্রণয়ন: উপসচিব (ঢাকা বিআরটি) জানান, বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার মতামতের আলোকে খসড়া বিআরটি বিধিমালা ২০২২ প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত বিধিমালায় অর্থের সংশ্লেষ থাকায় মতামতের জন্য ০৭.১১.২০২২ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	বিআরটি বিধিমালা ২০২২ এর ওপর মতামতের জন্য অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা-বিআরটি/উপসচিব (বিআরটি)
	গ. মহাসড়ক আইন ২০২১ এর আওতায় বিধিমালা প্রণয়ন: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর জানান, 'মহাসড়ক বিধিমালা-২০২২' এর খসড়া প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিটি একটি খসড়া বিধিমালা প্রণয়ন করেন এবং কমিটির ৬ষ্ঠ সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক 'মহাসড়ক বিধিমালা-২০২২' এর চূড়ান্ত খসড়ার উপর মতামত গ্রহণের লক্ষ্যে খসড়া বিধিমালাটি সওজ ওয়েব সাইটে আপলোড করা হয়। প্রাপ্ত মতামতের আলোকে খসড়া চূড়ান্ত করার কাজ চলমান আছে। উক্ত বিধিমালা ৩০ নভেম্বর ২০২২ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	'মহাসড়ক বিধিমালা-২০২২' এর খসড়া আগামী ৩০ নভেম্বর ২০২২ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	ঘ. টোল নীতিমালা হালনাগাদ করণ: (১) উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত টোল নীতিমালা-২০১৪ এর ভিত্তিতে টোল হার সংশোধন ও যৌক্তিকিকরণের প্রস্তাব পাওয়া গেছে। এতদসংক্রান্ত কমিটি ০৬.১১.২০২২ তারিখ সংশোধন করা হয়েছে। আগামী ২২.১১.২০২২ তারিখ এ কমিটির সভা আহবান করা হয়েছে। (২) উদ্বোধনকৃত ৩টি নতুন সেতুতে টোল নির্ধারণ ও টোল আদায়ের বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	(১) কমিটিকে দ্রুত সভা করে টোল আইন ১৯৮৫ এবং টোল নীতিমালা ২০১৪ হালনাগাদ করার কাজ শুরু করতে হবে। (২) সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করে	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ অতিরিক্ত সচিব ও গঠিত কমিটির আহবায়ক/ উপসচিব (টোল ও

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(প্রশাসন ও সংস্থাপন) জানান, ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু ও AIU কল করে শর্ট লিস্ট করা হয়েছে। শর্ট লিস্ট অনুমোদন হলেই RFP ইস্যু করা হবে। কালনা সেতুর শর্ট লিস্ট অনুমোদন হয়েছে। ২/১ দিনের মধ্যে RFP ইস্যু করা হবে। আগামী ১ মাসের মধ্যে সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে। বেকুটিয়া সেতুর AIU কল করার পর প্রাপ্ত AIU মূল্যায়ন করা হচ্ছে।	আগামী ১ মাসের মধ্যে ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু ও কালনা সেতুর টোল আদায় কার্যক্রম শুরু করতে হবে এবং ২ মাসের মধ্যে বেকুটিয়া সেতুর টোল আদায় কার্যক্রম শুরু করতে হবে	এ...
	ঙ. বাস পরিবহন সেবা ও বিশেষ অধিকার (রুট ফ্রাঞ্চাইজ), আইন ২০২২: নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, বাস পরিবহন সেবা ও বিশেষ অধিকার (রুট ফ্রাঞ্চাইজ), আইন ২০২২ প্রণয়নের লক্ষ্যে নভেম্বর ২০২২ মাসে অংশীজন সভা আয়োজন করা হবে। দ্রুত অংশীজন সভা আহবানের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	বাস পরিবহন সেবা ও বিশেষ অধিকার (রুট ফ্রাঞ্চাইজ), আইন ২০২২ প্রণয়নের লক্ষ্যে দ্রুত অংশীজন সভা আহবান করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ
	চ. বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BUTA) আইন, ২০২২ প্রণয়ন: নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BUTA) আইন, ২০২২ এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে বিশ্ব ব্যাংকের সাথে আলোচনা সভা হয়েছে। আগামী ১ সপ্তাহের মধ্যে চূড়ান্ত খসড়া মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	আগামী ৩০ নভেম্বর ২০২২ তারিখের মধ্যে বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BUTA) আইন, ২০২২ এর খসড়া মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/ যুগ্মসচিব (ডিটিসিএ)
	ছ. মেয়াদ উত্তীর্ণ অকোজো গাড়ী নীতিমালা-২০২২: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, ডিটিসএতে উক্ত নীতিমালা প্রণয়নের কাজ চলছে। ডিটিসিএ'র প্রতিনিধি জানান, আগামী ১৫ দিনের মধ্যে নীতিমালার খসড়া প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা সম্ভব হবে। নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে কমিটিতে পুলিশকে অন্তর্ভুক্ত করে আগামী টাস্কফোর্স কমিটির সভার পূর্বে একটি খসড়া নীতিমালা প্রস্তুত করার জন্য সভাপতি গুরুত্বারোপ করেন। তাই বিলম্ব না করে আগামী ৫ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখের মধ্যে মেয়াদ উত্তীর্ণ অকোজো গাড়ী নীতিমালা-২০২২ এর খসড়া মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	ডিটিসিএ হতে মেয়াদ উত্তীর্ণ অকোজো গাড়ী নীতিমালা-২০২২ এর খসড়া আগামী ০৫ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ
৭.	**বৃক্ষরোপণ :** প্রধান বৃক্ষপালনবিদ জানান, ল্যান্ডস্কেপিং অনুযায়ী বৃক্ষরোপনের গাইডলাইন এর খসড়া প্রস্তুত করে সওজ অধিদপ্তর হতে এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাখার প্রতিনিধি জানান অত্র শাখায় গাডলাইনের খসড়ার কপি পাওয়া গিয়েছে। পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নথিতে উপস্থাপন করা হবে। বৃক্ষরোপন প্রসঙ্গে সভাপতি জানান, মহাসড়কের রাইট অব ওয়ের পরে যে জায়গা রয়েছে সেখানে তাল গাছ ও খেজুর গাছ লাগানো যেতে পারে। এতে করে সড়কের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে এবং তাল গাছ ও খেজুর গাছ থেকে সংগৃহীত রস দিয়ে গুড় উৎপাদন করা সম্ভব হবে, ফলে দেশের চিনির চাহিদা হ্রাস পাবে। এছাড়া, সভাপতি মহাসড়কের পাশে সৌন্দর্যবর্ধক ছোট জাতের গাছ লাগানোর জন্যও পরামর্শ প্রদান করেন।	(ক) মন্ত্রণালয়ে প্রাপ্ত বৃক্ষরোপনের গাইডলাইন দ্রুত নথিতে উপস্থাপন করতে হবে। (খ) মহাসড়কের রাইট অব ওয়ের পরে যে জায়গা রয়েছে সেখানে তাল গাছ ও খেজুর গাছ লাগানোর উদ্যোগ নিতে হবে এবং মহাসড়কের পাশে সৌন্দর্যবর্ধক ছোট জাতের গাছ লাগানোর উদ্যোগ নিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা)/ উপসচিব টোল ও এক্সেল)/ প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, সওজ
৮.	**সওজ অধিদপ্তরের ভূমি নামাজারি সংক্রান্ত:** (ক) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা প্রধান কার্যালয় জানান, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের দু'পাশের অধিগ্রহণকৃত জায়গার নামজারি ও রেকর্ডভুক্তকরণের বিষয়ে নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, দোহাজারী, কুমিল্লা ও ফেনী সড়ক বিভাগ থেকে তথ্য সংগ্রহপূর্বক ১৫ অক্টোবর ২০২২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। (খ) সওজ অধিদপ্তরের অধিগ্রহণকৃত ও হস্তান্তরের মাধ্যমে সওজ অধিদপ্তরের অনুকূলে প্রাপ্ত সকল জায়গার নামজারি ও রেকর্ডভুক্ত করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। প্রতিটা সড়ক বিভাগ নিজ উদ্যোগে এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের সহায়তায় নামজারি ও রেকর্ডভুক্তকরণের কাজ সম্পাদন করবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কর্মক্ষমতা বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে প্রতিফলন করার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর হতে পত্রের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিষয়গুলো অবহিতসহ প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরকে সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়।	(ক) তথ্য পর্যালোচনা করে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (খ) (১) সকল সড়ক বিভাগের আওতাভুক্ত অধিগ্রহণকৃত ও হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ভূমির নামজারি ও রেকর্ডভুক্তকরণের বিশেষ কার্যক্রম শুরু করতে হবে। (খ) (২) নামজারি ও রেকর্ডভুক্তকরণের কর্মক্ষমতা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে প্রতিফলন থাকতে হবে। (খ) (৩) বিষয়গুলো অবহিতসহ প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট), যুগ্মসচিব (সম্পত্তি)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী(সকল সড়ক বিভাগ)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(গ) উত্তরায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের ২৪ শতাংশ জায়গা জনৈক আবুল হোসেনের নামে সিটি জরিপে রেকর্ডভুক্ত হয়। পরবর্তীতে তিনি গোলাম ফারুক নামে এক ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে দেন। তিনি বর্তমানে সেখানে টিনশেড মার্কেট করেছেন। জমির সিএস, আরএস ও এসএ সওজ অধিদপ্তরের নামে রয়েছে। জনৈক ব্যক্তি এ জমি দেখিয়ে ব্যাংক থেকে ৫ কোটি টাকা লোন নিয়েছেন। কোন কাগজপত্রের ভিত্তিকে ব্যাংক লোন দিয়েছে তা বোধগম্য নয়। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ এবং বিস্তারিত জানতে চেয়ে পত্র প্রেরণের জন্য সভাপতি প্রধান প্রকৌশলী ও এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়কে পরামর্শ প্রধান করেন এবং সাথে সাথে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণসহ উচ্ছেদ কার্যক্রম গ্রহণের জন্যও তিনি পরামর্শ প্রদান করেন।	করে প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর হতে সংশ্লিষ্টদের পত্র দিতে হবে। (গ) (১) সওজ অধিদপ্তরের রেকর্ডভুক্ত জায়গার বিপরীতে গোলাম ফারুক নামে জনৈক ব্যক্তিকে ৫ কোটি টাকা লোন দেয়ার বিষয়ে বিস্তারিত জানতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে পত্র দিতে হবে। (গ) (২) সাথে সাথে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণসহ উচ্ছেদ কার্যক্রমের উদ্যোগ নিতে হবে।	
৯.	**অবৈধ স্থাপনা অপসারণ:** এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় হতে প্রাপ্ত তথ্য: (ক) গত ০২.১০.২০২২ তারিখ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ঢাকা সড়ক বিভাগাধীন ঢাকা-আরিচা জাতীয় মহাসড়কের ১১তম (অংশ) কিলোমিটারে হেমায়েতপুর বাসস্ট্যান্ড সড়কের উভয় পার্শ্বে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা ০৩ তালা বিশিষ্ট বিল্ডিং ০২টি, ০২ তলা বিশিষ্ট বিল্ডিং ০৩টি এবং ১৪১টি টং দোকানসহ মোট ১৪৬টি অবৈধ স্থাপনা ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে উচ্ছেদ করা হয়। এতে করে ৫.০০ একর ভূমি অবৈধ দখল মুক্ত করা হয়। উক্ত ভূমির বর্তমান আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ২৪.০০ কোটি টাকা। ২০.১০.২০২২ তারিখ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ঢাকা জোনের আওতাধীন নরসিংদী সড়ক বিভাগাধীন পাঁচদোনা-ভাঙ্গা-ঘোড়াশাল জেলা মহাসড়কের উভয় পার্শ্বে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা ১১০টি সেমি পাকা দোকান, ৫৩টি কাচা দোকান ও দুই তালা বিশিষ্ট ১১টি কংক্রিটের দোকান/বাসাবাড়ি এবং ২৩টি বিলবোর্ডসহ মোট ১৯৭টি অবৈধ স্থাপনা ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে উচ্ছেদ করা হয়। এতে করে ১২ (বার) একর ভূমি অবৈধ দখল মুক্ত করা হয়। যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ৪৫.০০ কোটি টাকা। খুলনা জোনের এস্টেট ও আইন কর্মকর্তার নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্য: (খ) (১০.১০.২০২২ তারিখ বাগেরহাট সড়ক বিভাগাধীন বাগেরহাট-রামপাল-মোংলা (জেড-৭৭১৭) জেলা মহাসড়কের ফুলপুকুর এলাকায় সড়কের ২ (দুই) পার্শ্বে সওজ কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত জায়গায় গড়ে উঠা ২২টি পাকা/আধাপাকা স্থাপনা অপসারণ করা হয়। এতে করে ০.২৫ একর ভূমি অবৈধ দখল মুক্ত করা হয়। উক্ত ভূমির বর্তমান আনুমানিক বাজার মূল্য ৩০.০০ লক্ষ টাকা। অবৈধ উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে এবং দখল নিশ্চিত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	(গ) এস্টেট আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় জানিয়েছেন, আমিন বাজার-হেমায়েতপুর মহাসড়কের পাশে এবং ব্রীজের স্লপে ময়লা ফেলা বন্ধে মাইকিং করা হয়েছে। ০২.১১.২০২২ তারিখে অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। এখনও ময়লা ফেলা বন্ধ হয়নি।	(গ) বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক যেসকল গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়ক এবং স্থানে ময়লা ফেলা হয় প্রতিটা সড়ক বিভাগ হতে তার তালিকা আগামী ০৫ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখের মধ্যে সংগ্রহ করতে হবে এবং এর কপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা
	(ঘ) মহাসড়ক/সড়কের যে সকল স্থানে বর্জ্য ফেলা হয় সেসব স্থানের মধ্যে যেগুলোর তথ্য পাওয়া গিয়েছে সেগুলো উল্লেখ করে স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক যেসকল গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়ক এবং স্থানে ময়লা ফেলা হয় প্রতিটা সড়ক বিভাগ হতে তার তালিকা আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সংগ্রহের জন্য সভায় নির্দেশনা হয়। তালিকার একটি কপি মন্ত্রণালয় প্রেরণ এবং তালিকা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর পত্র প্রেরণ করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(গ) (১) মহাসড়ক/সড়কের যে সকল স্থানে বর্জ্য ফেলা হয় তার নাম উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (প্রধান কার্যালয়)/ যুগ্মসচিব (সম্পত্তি)
	অবৈধ দখলমুক্ত ভূমি দখলে রাখা: সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় জানান, ইতোমধ্যে কি পরিমান সীমানা পিলার করা প্রয়োজন তার চাহিদা পাওয়া গিয়েছে এবং তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। গত বছরের বরাদ্দ দিয়ে ইতোমধ্যে কয়েকটি সড়ক বিভাগের পিলার প্রস্তুত ও স্থাপনের কাজ করা হয়েছে। বরাদ্দ সাপেক্ষে পর্যায়ক্রমে সকল সড়ক বিভাগের সীমানা পিলার স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা হবে।	সওজ অধিদপ্তরের জায়গা দখলে রাখতে সীমানা নির্ধারণপূর্বক পিলার স্থাপন করার কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	অবৈধ বিল বোর্ড অপসারণ: (ক) সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, অক্টোবর ২০২২ মাসের তথ্য অনুযায়ী ঢাকা, কুমিল্লা,	(১) ঢাকার প্রবেশ এবং বাহির	প্রধান প্রকৌশলী,

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	সিলেট, রংপুর, খুলনা, বরিশাল ও গোপালগঞ্জ জোনের অধীন বিভিন্ন সড়ক বিভাগ হতে ১৮৩টি অবৈধ বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণ করা হয়। অবৈধ বিলবোর্ড অপসারণ অব্যাহত রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয় এবং কতগুলো অবৈধ বিল বোর্ড স্থাপিত আছে এবং কতগুলো অপসারণ করা হয়েছে তার তালিকা প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	পথসহ সারাদেশে সওজ এর জায়গায় স্থাপিত অবৈধ বিলবোর্ড/ব্যানার/ফেস্টুন অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (২) কতগুলো অবৈধ বিল বোর্ড স্থাপিত আছে এবং কতগুলো অপসারণ করা হয়েছে তার তুলনামূলক তথ্য প্রেরণ করতে হবে।	সওজ/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	বিআরটিএ'র অনুকূলে উত্তরা এবং পূর্বাচলে জায়গা বুঝিয়ে পাওয়া সংক্রান্ত: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান- (ক) রাজউক কর্তৃক বরাদ্দকৃত সম্প্রসারিত উত্তরা ৩য় পর্ব প্রকল্পের বরাদ্দকৃত প্লটে বিআরটিএ, ঢাকা মেট্রো-৩ সার্কেলে ২টি বেজমেন্ট ও ১৩তলা বিশিষ্ট অফিস ভবনের নির্মাণের উদ্দ্যেশে গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে সম্পাদন করার অনুমোদনের জন্য সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে ০২.১১.২০২২ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। (খ) পূর্বাচল প্রকল্পের ০.৩৯ একর বা ২৩.৫৯৭ কাঠা আয়তনের প্লটটির দখল হস্তান্তর ও লীজ দলিল সম্পাদন করার জন্য চেয়ারম্যান, রাজউক বরাবর ০৬.১১.২০২২ তারিখ পুনরায় পত্র প্রেরণ করা হয়। দখল বুঝে নেয়ার জন্য রাজউকের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। সভাপতি দ্রুত উক্ত জায়গায় সীমানা প্রাচীর নির্মাণ এবং অবকাঠামো নির্মাণের জন্য চেয়ারম্যান, বিআরটিএকে পরামর্শ প্রদান করেন। সভাপতি জানান, এ বিষয়ে রাজউকের চেয়ারম্যন এবং প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলাপ হয়েছে সার্বিক সহযোগিতা পাওয়া যাবে।	বিআরটিএ'র অনুকূলে রাজউক হতে উত্তরা এবং পূর্বাচলে বরাদ্দকৃত জায়গা দ্রুত দখলে নিয়ে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ এবং অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
১০.	**মোবাইল কোর্ট পরিচালনা:** **বিআরটিএ** বিআরটিএ হতে জানানো হয়েছে- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাসড়ক (ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে) ও অন্যান্য জাতীয় মহাসড়কে অবৈধ মোটরযান চলাচল বন্ধে অক্টোবর'২২ মাসে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ০৪টি অভিযানে ০৫টি মামলায় ১২,০০০/- টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।	(ক) বিআরটিএ কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাসড়ক (ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে) ও অন্যান্য জাতীয় মহাসড়কে অবৈধ মোটরযান চলাচল বন্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/তথ্য অফিসার
	(খ) (১) জেলা প্রশাসনের সহায়তায় বিআরটিএ'র জেলা সার্কেলসমূহে নিয়মিত ভাবে প্রতিমাসে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হচ্ছে। অক্টোবর'২২ মাসে ২,৬০৬টি মামলায় ৩৪,০০,১৮৭ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।	(খ) (১) বিআরটিএ'র সার্কেল অফিসের উদ্যোগে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	
	(খ) (২) মোবাইল কোর্ট পরিচালনার কার্যক্রম গণমাধ্যমে প্রচার অব্যাহত রয়েছে। অক্টোবর'২২ মাসে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ১৭১টি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। ০১.০৯.২০২২ তারিখ সড়কে শৃঙ্খলা জোরদার ও দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত যাত্রী ও পণ্য পরিবহন কমিটি (আরটিসি) এর সভা আয়োজনের জন্য জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য জুলাই-অক্টোবর ২০২২ পর্যন্ত ১৪টি জেলা সার্কেল হতে আরটিসি সভার কার্যবিবরণী পাওয়া গিয়েছে।	(খ) (২) মোবাইল কোর্ট পরিচালনার কার্যক্রম গনমাধ্যমে প্রচার অব্যাহত রাখতে হবে এবং সড়ক দুর্ঘটনা ও শৃঙ্খলা আনায়নে বিআরটিএ'র জেলা অফিসের উদ্যোগে জেলা পর্যায়ে আঞ্চলিক পরিবহন কমিটির সভা (আরটিসি) নিয়মিত আহবান করতে হবে।	
	(গ) গাড়ীতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সময় যে গাড়ীতে অনিয়ম অর্থাৎ গাড়ীর গ্লাস, সীট, লাইট ভাঙ্গা ও অকেজো থাকলে তাৎক্ষণিক কম পরিমাণ জরিমান করে তা মেরামতে নির্দিষ্ট সময় দিয়ে দিতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা মেরামত করে বিআরটিএ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবে এবং উপযুক্ত প্রমাণক দাখিল করবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মেরামতে ব্যর্থ হলে গাড়ির ফিটনেস বাতিল করার ব্যবস্থা নেয়ার বিষয়ে সভায় চেয়ারম্যান, বিআটিএকে পরামর্শ দেয়া হয়।	(গ) গাড়ীতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সময় অনিয়ম অর্থাৎ গাড়ীর গ্লাস, সীট, লাইট ভাঙ্গা ও অকেজো পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষণিক সামান্য জরিমানা করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মেরামতের নির্দেশ দিতে	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(ঘ) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, জানান, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে স্থাপিত এক্সেললোডে গাড়ীর ওজন কারচুপির বিষয়ে বিআরটিএ'র চট্টগ্রাম বিভাগীয় অফিসের সহায়তায় এক্সেললোড কন্ট্রোল কেন্দ্র, বড় দারোগারহাট, সীতাকুন্ড ও চট্টগ্রামে গত ০৩.১০.২০২২ থেকে ০১.১১.২০২২ তারিখ পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করা হয়। যেখানে সেখানে নির্বাহী প্রকৌশলীগণ অধিভুক্ত এলাকার বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের সহযোগিতায় মাসে অন্তত ২ বার ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করতে পারেন মর্মে চেয়ারম্যান, বিআরটিএ সভাকে অবহিত করেন।	হবে এবং ব্যর্থ হলে ফিটনেস বাতিল করতে হবে। (ঘ) ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে স্থাপিত এক্সেললোডে গাড়ির ওজন কারচুপির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী (কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম) বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের সহযোগিতায় মাসে অন্তত ২ বার ভ্রম্যমান আদালত পরিচালনা করবেন।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	(ঙ) মহাসড়কে রাতের বেলা মোটরসাইকেলের রেসিং প্রতিযোগিতা বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গত ২৫.০৯.২০২২ তারিখ পুলিশ বিভাগকে পত্র দেয়া হয়েছে এবং ডিআইজি হাইওয়ের সাথে টেলিফোনে আলাপ হয়েছে এবং বিআরটিএ'র বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এ প্রতিযোগিতার নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই তাই পুলিশের সাথে যোগাযোগ রেখে এ ধরণের মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। 'অতিরিক্ত গতিতে গাড়ী চালনা প্রতিরোধে ভ্রাম্যমান আদালত চলছে' এ ধরণের লেখা সম্বলিত ব্যানার লাগিয়ে রাতের বেলা মহাসড়কে গাড়ীতে করে টহল দেয়া প্রয়োজন মর্মে সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন। এতে ভয়ের সৃষ্টি হবে এবং সচেতনতা ফিরে আসবে। এ প্রসঙ্গে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) বলেন, বাস ভাড়া করে তরুণ ছেলেরা মহাসড়কে প্রতিযোগীতায় যায়। এ ধরণের গাড়ী এবং চালকের তথ্য ও ভিডিও ইউটিউবে অহরহ দেখা যায়। এগুলো বন্ধে জোড়ালো পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।	(ঙ) (১) মহাসড়কে রাতের বেলা মোটর সাইকেলের রেসিং এবং ভাড়া গাড়ীর প্রতিযোগিতা বন্ধে হাইওয়ে পুলিশ ও জেলা পুলিশের সহায়তায় বিআরটিএ কর্তৃক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে। (ঙ) (২) 'অতিরিক্ত গতিতে গাড়ী চালনা প্রতিরোধে ভ্রাম্যমান আদালত চলছে' এ ধরণের লেখা সম্বলিত ব্যানার গাড়িতে লাগিয়ে রাতের বেলা মহাসড়কে টহল দিতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
১১.	**বিআরটিসি'র ছাদ খোলা বাস সার্ভিস** চেয়ারম্যান বিআরটিসি জানান দুটি ছাদ খোলা বাসে ঢাকার ঐতিহাসিক স্থানসমূহ এবং পদ্মাসেতু দর্শণের জন্য বিশেষ বাস সার্ভিস চালুর বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিষয়টি আগামী সমন্বয় সভার এজেন্ডা হতে বাদ দেয়া যায়।	বিষয়টি আগামী সমন্বয় সভার এজেন্ডা হতে বাদ দিতে হবে।	উপসচিব (সম. ও প্রশি.)
১২.	**সরকারের বিশেষ উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা :** **Grievance Redress System (GRS) :** অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা জানান, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ৩২টি অভিযোগ/মতামত পাওয়া গেছে। উল্লিখিত অভিযোগের মধ্যে ২৩টি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অবশিষ্ট ০৯টি অভিযোগ/মতামতের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বর্ণিত অভিযোগ/মতামতগুলো নিষ্পত্তির সময় এখনও অতিক্রান্ত হয়নি।	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ অনুসরণে অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রাপ্ত অভিযোগ গুরুত্বের সাথে নিষ্পত্তি করতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	Public Service Innovation: (ক) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, ২টি রুটে পরিচালিত "আমাদের বিআরটিসি" অ্যাপস সাধারণ মানুষের মাঝে প্রচার প্রচারণার উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে এবং ০৬টি রুটে "আমাদের বিআরটিসি" এ্যাপসটি চালু করা হয়েছে। (খ) উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান মাদ্রাজ সিকিউরিটি প্রিন্টারস প্রাইভেট লিমিটেড (MSPPL) কর্তৃক ডেটা মাইগ্রেশনসহ সিস্টেম আপগ্রেডেশন কার্যক্রম সম্পন্নপূর্বক মডিউল তৈরীর কাজ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য জানুয়ারি ২০২৩ মাসের মধ্যেই যে কোনো সার্কেল থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স (কেবলমাত্র অপেশাদার) নবায়ন করা যাবে।	(ক) "আমাদের বিআরটিসি" অ্যাপস সাধারণ মানুষের মাঝে প্রচার প্রচারনা করতে হবে। (খ) যে কোন সার্কেল থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়নের কাজ যথাসময়ে শুরু করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	(গ) উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান ড্রাইভিং লাইসেন্স আবেদনকারীগণের ভিজিট কমানোর জন্য পরীক্ষা গ্রহণের পূর্বেই পরীক্ষা কেন্দ্রে বায়োমেট্রিক ডেটা এনরোলমেন্ট এর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে গ্রাহকগণকে আর হার্ডকপি জমা দেয়ার এবং বায়োমেট্রিক এনরোলমেন্টের জন্য বিআরটিএ-তে যেতে হবে না। এ লক্ষ্যে অনলাইন আবেদন ফরম আরো তথ্যসমৃদ্ধ করাসহ অন্যান্য সিস্টেম ডেভেলপমেন্টের/ইন্টিগ্রেশনের কাজ চলছে। ড্রাইভিং লাইসেন্স (স্মার্ট কার্ড) আবেদনকারীগণের ঠিকানায় ডাকের মাধ্যমে প্রেরণের ব্যবস্থা	(গ) জনসাধারণের ভিজিট কমিয়ে সর্বোচ্চ সেবা প্রদান নিশ্চিত করা এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স গ্রাহকের দ্বারে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে গৃহীত আইডিয়া বাস্তবায়ন করতে	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	হবে।	
	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এ বিভাগের এপিএ টীম প্রধান জনাব সুলতানা ইয়াসমীন, যুগ্মসচিব জনান, দপ্তর/সংস্থার ফোকাল পার্সন এবং এপিএ টীম প্রধানদের সমন্বয়ে গত সপ্তাহে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভায় চলতি বছরের এপিএ'র কিছু সংশোধনী দেয়া হয় এবং সভায় তা গৃহীত হয়। এপিএ টীম প্রধান আরো অবহিত করেন, এপিএর লক্ষ্যমাত্র অনুযায়ী প্রতিমাসে কর্মকর্তাদের নিয়ে লানিং সেশন অনুষ্ঠিত হয় তবে সম্প্রতি ডিএমটিসিএল-এ যে লানিং সেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে তা হাতে কলমে শিখনীয় একটি ভিন্ন ধর্মী লানিং সেশন। মেট্রোরেল নির্মাণ, মেট্রোরেলে চলাচলের সুবিধা, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত এর প্রভাব সম্পর্কে কর্মকর্তাগণ বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেছে। এ বিশাল কর্মযজ্ঞ তৈরী, ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনায় উক্ত সংস্থার এমডি জনাব এম এ এন ছিদ্দিক স্যারের অবদান অপরিসীম। তার দক্ষ নেতৃত্ব, নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে এ সফলতা অর্জিত হয়েছে। সার্বিক সহযোগিতায় লানিং সেশনটি সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় সবারপক্ষে জনাব সুলতানা ইয়াসমীন এমডি মহোদয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। লানিং সেশনে অর্জিত জ্ঞান সকল কর্মকর্তাদের কর্মদক্ষতাকে আরো মজবুত ও সুদৃঢ় করবে এবং দাপ্তরিক কাজে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটবে মর্মে সভাপতি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। লানিং সেশনের আয়োজন এবং সার্বক্ষণিক সার্বিক সহযোগিতার জন্য জনাব এম এ এন ছিদ্দিক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএলকে সভাপতি সকলের পক্ষ হতে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।	এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী,সওজ/ চেয়ারম্যান,বিআরটিএ/চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল/ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা বিআরটি/এপিএ টীম প্রধান, আরটিএইচডি
	<u>Right to information:</u> **তথ্যের ক্যাটাগরি ও ক্যাটালগ হালনাগাদকরণ:** তথ্য প্রদান কর্মকর্তা জানান, তথ্যের ক্যাটাগরি ও ক্যাটালগ প্রস্তুত সংক্রান্ত ছক অনুযায়ী তথ্য প্রেরণের জন্য সকল দপ্তর সংস্থায় পত্র দেয়া হয়েছে। ছক অনুযায়ী তথ্য প্রেরণের জন্য তিনি সকল দপ্তর/সংস্থার প্রধানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	চাহিত তথ্য দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	সকল দপ্তর/সংস্থা প্রধান/উপসচিব (আইন) ও তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা
	ই-ফাইল বাস্তবায়ন কার্যক্রম: সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট জানান, দপ্তর/সংস্থার ই-নথির কার্যক্রম বৃদ্ধি করার জন্য দপ্তর/সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও a2i এর প্রতিনিধির সাথে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে।	দপ্তর/সংস্থার ই-নথির কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে। আইসিটি ইউনিটের কর্মকর্তাগণ দপ্তর/সংস্থার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/দপ্তর/ সংস্থা প্রধান/ সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
১৪.	**বিবিধ:** **ক. মহাসড়কে টোল আদায় পদ্ধতি চালুকরণ:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, (১) মেঘনা-গোমতী সেতুতে নতুন ইজারাদার কর্তৃক পূর্বের থেকে টোল আদায়ের পরিমান কম হওয়ার বিষয়ে গত ২৩-০৯-২০২২ হতে ২৫-০৯-২০২২ তারিখ পর্যন্ত ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কে চলাচলকারী যানবাহনের জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় পরিচালনার প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট শাখা হতে প্রতিবেদন নথিতে উপস্থাপন করা হয়েছে মর্মে শাখা কর্মকর্তা জানান।	(১) প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	(২) উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান, যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করে সেতু ও ফেরীর ইজাদার নিয়োগের বিষয়ে গত ০৯-১১-২০২২ তারিখে প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	(২) সেতু ও ফেরীর ইজাদার নিয়োগের বিষয়ে যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	(৩) উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান, মেঘনা-গোমতী সেতুর টোল প্লাজায় স্থাপিত weigh Scale এর অপারেশন কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়েছে। বন্ধ রাখার বিষয়টি মন্ত্রণালয় এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়নি। weigh Scale মেশিন বন্ধ রাখার কারণ জানতে জনাব সন্তোষ কুমার রায়, অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক, সাসেক-II, জনাব মোহাম্মদ শের মাহবুব মুরাদ, উপসচিব ও জনাব শ্যামল রায়, সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট এর সমন্বয়ে ৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠনের পরামর্শ প্রদান করেন। কমিটিকে আগামী ৭ কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশনা প্রদান করেন।	(৩) মেঘনা-গোমতী সেতুর টোল প্লাজায় স্থাপিত weigh Scale এর অপারেশন কার্যক্রম বন্ধ রাখার বিষয়টি তদন্ত করার জন্য টোল ও এক্সেল শাখা হতে ৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করতে হবে এবং কমিটিকে আগামী ৭ কর্মদিবসের মধ্যে সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	উপসচিব (অডিট)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	খ. অধীনস্থ সংস্থাসমূহের আইটি অডিট (১) টোল ও এক্সেল শাখা হতে জানানো হয়েছে, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) ২০২২-২৩ এর কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ২টি সেতুর আইটি অডিট কার্যক্রম শুরু করার জন্য ০৯.১১.২০২২ তারিখ প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। (২) বিআরটিএ হতে জানানো হয়েছে, আইটি অডিটের VAPT এর কাজ চলমান রয়েছে। বিসিসি (BCC) থেকে VAPT রিপোর্ট পাওয়া গেলে পুর্ণাঙ্গ আইটি অডিট রিপোর্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	(১) সওজ অধিদপ্তরের পক্ষ হতে বিসিসির সাথে যোগাযোগ করে ২টি সেতুর আইটি অডিট নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। (২) আগামী ৩০ নভেম্বর ২০২২ তারিখের মধ্যে বিআরটিএ'র আইটি অডিট প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/উপসচিব (টোল ও এক্সেল) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	গ. Unified টোল কালেকশন সিস্টেম (Uniform Method) বাস্তবায়ন: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান- (ক) মেঘনা ও গোমতী সেতুতে সফলভাবে পাইলটিং চলমান আছে। সিস্টেম এনালিস্ট গত ০৭-১১-২০২২ইং তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। সকল লেনে Unified Toll Collection Software ব্যবহার করা হচ্ছে। সেতুতে টোল প্লাজায় Redundant হিসাবে দুইটি ডাটাবেইজ একটি প্রাইমারী এবং অপরটি ব্যাকআপ সেকেন্ডারী হিসেবে চলমান আছে। পাইলটিং এর সময় বড় ধরণের কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হয় নাই। সফলভাবে পাইলটিং সম্পন্ন হওয়ার পর BCC থেকে ফাইনালী সফটওয়্যারটির কোয়ালিটি টেস্ট করে বুঝে নেয়া হবে। (গ) Unified Toll কালেকশনের জন্য সড়ক ভবনস্থ সেন্ট্রাল সার্ভারসহ লোকাল ইনফাস্ট্রাকচার ও লেন সমূহের তালিকা তৈরী করে প্রধান প্রকৌশলীর অনুমোদন নিয়ে ইতোমধ্যে গোপলগঞ্জ জোন সড়ক সার্কেল ও পাবনা সার্কেল বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। যাতে ইজারাদারগণ তালিকা অনুযায়ী হার্ডওয়্যার সরবরাহ করতে পারে।	(ক) মেঘনা ও গোমতী সেতুর পাইলটিং এর মেয়াদ শেষে হলে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হতে সফটওয়্যার বুঝে নিতে হবে। (খ) Unified Toll কালেকশনের ক্ষেত্রে তালিকা অনুযায়ী ইজারাদার কর্তৃক Hardware সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/উপসচিব (টোল ও এক্সেল)/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	ঘ. প্রকল্প পরীবিক্ষণ মনিটরিং অ্যাপস: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, ২৪ অক্টোবর ২০২২ তারিখ থেকে অনলাইন সিএমএস চালু করা হয়েছে। এখন থেকে মাঠপর্যায়ের সকল রিয়েল টাইম তথ্য প্রকল্প পরীবিক্ষণ মনিটরিং অ্যাপস দেখা যাবে। শুধু মাত্র প্রাথমিক কিছু তথ্য যেমন-সড়ক ভবনের প্রতিষ্ঠা কাল, সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ সমূহ প্রথমে এক বার এন্ট্রি দিলেই অ্যাপসটি ব্যবহার উপযোগী হবে।	প্রকল্প পরীবিক্ষণ মনিটরিং অ্যাপস সকলের ব্যবহারের আওতায় আনতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সওজ
	ঙ. ডিটিসিএ ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান ইতোমধ্যে ডিটিসিএ কর্তৃপক্ষকে ৫টি ফ্লোর বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। আগামী ডিসেম্বর ২০২২ মাসের মধ্যে চলমান সকল কাজ সমাপনান্তে অবশিষ্ট ফ্লোরগুলোও বুঝিয়ে দেয়া সম্ভব হবে।	ডিসেম্বর ২০২২ মাসের মধ্যে অবশিষ্ট ফ্লোর বুঝিয়ে দিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ
	জ. মহাসড়কে দুর্ঘটনা রোধে করণীয়: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, (১) মহাসড়কে দুর্ঘটনা রোধকল্পে বিআরটিএ'র বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রতিমাসে নিয়মিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে স্থায়ীভাবে মহাসড়কে মোটরসাইকেলসহ ছোট ছোট মোটরযান বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। (২) মোটরসাইকেল ক্রয় এবং মোটরসাইকেলের রেজিস্ট্রেশনের সময় ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য গত ০৩ জুলাই, ২০২২ তারিখে সভাপতি, বাংলাদেশ মোটরসাইকেল এসেম্বলার্স এন্ড ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন (BMAMA) এর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। গত ০৫ জুলাই, ২০২২ তারিখে মোটরসাইকেলের রেজিস্ট্রেশন প্রদানের সময় গ্রাহকের ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকা নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত বিআরটিএ'র সকল বিভাগীয় কার্যালয়, মেট্রো ও জেলা সার্কেল অফিস বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও, গত ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখ থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যতিত মোটরসাইকেলের রেজিস্ট্রেশন প্রদান না করা এবং বিক্রয় না করা সংক্রান্ত বিআরটিএ'র জরুরি বিজ্ঞপ্তি বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকা, বিআরটিএ'র ওয়েবসাইট ও অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজে প্রকাশ করা হয়েছে। সড়ক পরিবহন ও সড়ক বিভাগে ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখের পত্রের নির্দেশনা মোতাবেক ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যতিত শুধুমাত্র লার্নার ড্রাইভিং লাইসেন্স গ্রহণপূর্বক মোটরসাইকেল রেজিস্ট্রেশন প্রদানের সময়সীমা আগামী ১৪ ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। আগামী ১৫ ডিসেম্বর, ২০২২ থেকে মোটরসাইকেলের রেজিস্ট্রেশন নম্বর প্রদানের সময় সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকার বিষয়টি রেজিস্টারিং অথরিটি কর্তৃক নিশ্চিত করার জন্য এবং অনুরুপভাবে উক্ত তারিখ থেকে চালকের ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যতিত মোটরসাইকেল বিক্রয় না করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ করার জন্য সভাপতি, বাংলাদেশ মোটরসাইকেল এসেম্বলার্স	দুর্ঘটনা রোধে মহাসড়কে ছোট ছোট যান চলাচল বন্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং মোটরসাইকেল বিক্রি ও লাইসেন্স প্রদানে কঠোর শর্ত আরোপের বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	এন্ড ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন (BMAMA) এর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। আগামী ১৫ ডিসেম্বর, ২০২২ থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যতিত মোটরসাইকেলের রেজিস্ট্রেশন প্রদান না করা এবং বিক্রয় না করা সংক্রান্ত বিআরটিএ'র জরুরি বিজ্ঞপ্তি শীঘ্রই বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকা, বিআরটিএ'র ওয়েবসাইট ও অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজে ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হবে।		
	ঝ. BRT বাস টার্মিনালের প্রস্তাবিত জায়গার রেকর্ড সংশোধন ও উদ্ধার: এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় জানান, এয়ারপোর্ট এলাকায় প্রস্তাবিত BRT বাস টার্মিনালের প্রস্তাবিত জায়গার রেকর্ড সংশোধনের জন্য গত ১১.০৮. ২০২২ তারিখে এসিল্যান্ড অফিসে কাগজপত্র দাখিল করা হয়েছে এবং যোগাযোগ করা হচ্ছে। শীঘ্রই জায়গাটি দখলমুক্ত করতে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।	প্রস্তাবিত BRT বাস টার্মিনালের জায়গাটি উদ্ধার ও রেকর্ড সংশোধনের লক্ষ্যে এসিল্যান্ড অফিসের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়, সওজ
	ঞ. BRT প্রকল্পের আওতায় নির্মিত টঙ্গী সেতু ও টঙ্গী ফ্লাইওভার চালু ও যানজট নিরসন: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা বিআরটি কোম্পানি জানান, ৪.৫ কিলোমিটারের টঙ্গী ফ্লাইওভারের হাউস বিল্ডিং- টঙ্গী ফায়ার সার্ভিস অংশে ঢাকা মুখী দুটি লেন গত ০৬.১১.২০২২ তারিখে জনাব ওবায়দুল কাদের, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করেন। ফ্লাইওভারটি খুলে দেয়ার পরে ঐ এলাকায় যানজট অনেকাংশে কমেছে। এজেন্ডাটি আগামী সভার কার্যপত্র হতে বাদ দেয়ার জন্য গুরুত্বারোপ করা হয়।	এজেন্ডাটি আগামী সমন্বয় সভার এজেন্ডা হতে বাদ দিত হবে।	উপসচিব (সমন্বয় ও প্রশিঃ)
	ট. গাড়ীতে আরএফআইডি ট্যাগ স্থাপন: অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) জানান, পদ্মা সেতু চালু হওয়ায় সেতুর টোল প্লাজায় এবং হানিফ ফ্লাইওভারে যানজট সৃষ্টি হওয়ার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)-কে এবং পরবর্তীতে অতিরিক্ত সচিবকে আহবায়ক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিত সেতু বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, পুলিশসহ অনান্যা দপ্তর/সংস্থার সদস্য রয়েছেন। কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কমিটি হতে দু'টি সাব কমিটি করা হয়েছে। কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, আরএফআইডি ট্যাগের চ্যালেঞ্জ, কার্যকারিতা, টোল কালেকশনের সাথে আরএফআইডি কিভাবে সংযুক্ত করা যায় এ বিষয়ে বিআরটিএ একটি উপস্থাপনা প্রদান করবে। আরেকটি সিদ্ধান্ত ছিল পাশ্ববর্তী দেশগুলোর টোল প্রদানের পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে কিভাবে একটি ইলেক্টনিক সিস্টেমের মাধ্যমে সকল সেতু/সড়কের টোল প্রদান করা যায় এ বিষয়ে জনাব আনিসুর রহমান, যুগ্মসচিবকে আহবায়ক করে একটি সাব কমিটি করা হয়েছে। কমিটির কাজ চলমান আছে। বিষয়টি সকলের অবগতির জন্য অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে অবহিত করেন।	কমিটির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং এ বিষয়ে বিআরটিএসহ অন্যান্য দপ্তর/সংস্থা হতে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব/অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল/ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা বিআরটি
	ঠ. বাস রুট রেশনালাইজেশন প্রকল্প: নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) জানান, বাস রুট রেশনালাইজেশন প্রকল্পের মূল পরামর্শক নিয়োগের লক্ষ্যে কারিগরি মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে। গত ০৩.১১.২০২২ তারিখ প্রকল্পের পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার আলোচনা মোতাবেক মন্ত্রণালয়ে ক্রয় প্রস্তাবনা প্রেরণ করা হবে।	বাস রুট রেশনালাইজেশন প্রকল্পের ক্রয় প্রস্তাবনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ
	ড. মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা: উপসিচব (সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ) শাখার প্রতিনিধি জানান, মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে ৩টি সিদ্ধান্ত দীর্ঘ দিন অবাস্তবায়িত রয়েছে। এর মধ্যে ২টি আন্তজার্তিক চুক্তি সংক্রান্ত যা কানেক্টিভিটি শাখায় প্রক্রিয়াধীন। অপর ১টি BOOT ভিত্তিতে Construction of 2nd Dhaka-Chittagong National Highway প্রকল্প বেসরকারি অবকাঠামো প্রকল্প হিসাবে তালিকাভুক্তির প্রস্তাব অনুমোদন সংক্রান্ত। সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বারন্বিত এবং নিয়মিতভাবে অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অবহিত করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	গুরুত্ব বিবেচনা করে মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট উইং/শাখা হতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং হালনাগাদ অগ্রগতির তথ্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	যুগ্মসচিব (কানেক্টিভি/ পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান)/ উপসচিব (সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ)
	ঢ. এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার শূন্যপদ পুরণ সংক্রান্ত: এ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর সংস্থার শূন্য পদ পূরনের কার্যক্রম অব্যাহত এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) শূন্যপদ পূরণের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (২) অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ যুগ্মসচিব (প্রশাসন)
	ন. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের পর্যবেক্ষণ/নির্দেশনা এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী ৯টি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন। এর মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ১টি, সওজ অধিদপ্তরের ৪টি, বিআরটিএ'র ২টি, ডিটিসিএ'র ১টি নির্দেশনা রয়েছে। ইতোমধ্যে সওজ এর ২টি নির্দেশনা বাস্তবায়িত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রমের সর্বশেষ অগ্রগতি নিম্নরূপ: **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ:** **নির্দেশনা ১:** ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, লেগুনা বা ব্যাটারি চালিত ছোট ছোট যানসমূহ নিয়ন্ত্রণের		

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	জন্য জরুরিভিত্তিতে বিআরটিএ এবং পরিবহন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাথে পর্যালোচনাক্রমে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ একটি নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং এক মাসের মধ্যে নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন সম্পন্ন করবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** সহকারী সচিব, বিআরটিএ জানান, থ্রি-হুইলার ও সমজাতীয় মোটরযানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা-২০২২ এর খসড়ার ওপর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও ব্যক্তির নিকট হতে প্রাপ্ত মতামতের আলোকে প্রস্তুতকৃত খসড়ার ওপর ১৩.০৩.২০২২ তারিখ আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খসড়া চূড়ান্ত করা হচ্ছে।	থ্রি-হুইলার ও সমজাতীয় মোটরযানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা-২০২২ এর খসড়া চূড়ান্ত করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	নির্দেশনা ২: কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের প্রশস্ততা বৃদ্ধি করতে হবে এবং এ সড়কে লাইটিং এর ব্যবস্থা সংযোজনের নিমিত্ত প্রকল্প কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে পর্যটন বান্ধব করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:**, কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের প্রশস্ততা বৃদ্ধি বিষয়ক ডিপিপি অনুমোদন পরবর্তী কার্যক্রম চলমান। প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, এডিডিতে অন্তর্ভূক্তি এবং দরপত্র সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।	প্রকল্পের পরিচালক নিয়োগ, এডিডিতে অন্তর্ভূক্তি এবং দরপত্র সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	নির্দেশনা ৩: দীর্ঘসূত্রিতা কাটিয়ে অবিলম্বে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার এবং ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর জানান- ক. চট্টগ্রাম - কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি সম্পন্ন হয়েছে। ডিপিপি প্রস্তুতের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে শীঘ্রই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। খ. ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের কাজ ১২টি প্যাকেজের মাধ্যমে করা হবে। ১২টি প্যাকেজের টেন্ডার কার্যক্রম চলমান আছে। তন্মধ্যে ২টি প্যাকেজের টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। ৪টি প্যাকেজের টেন্ডার ডকুমেন্টস সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।	ক. চট্টগ্রাম - কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীত করার লক্ষ্যে ডিপিপি প্রস্তুতের কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে। খ. অনুমোদিত ৪ টি প্যাকেজের পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা)
	নির্দেশনা ৪: দাউদকান্দি টোল প্লাজায় স্থাপিত অ্যাপস্ ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণার ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। এছাড়াও যে সকল ব্রিজে অ্যাপস্ ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন সংস্থাপন করা সম্ভব সেগুলোতে ব্যবস্থাটি চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, অ্যাপসভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহারের সকল গেট সব সময় খোলা রাখার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং ETC ব্যবহারের সুফলের বিষয়টি মোবাইল sms'র মাধ্যমে জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে।	অ্যাপসভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) ব্যবহারের সকল গেট সবসময় খোলা রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে এবং ETC ব্যবহারের সুফলের বিষয়টি মোবাইল sms'র মাধ্যমে জনসাধারণকে অবহিতকরণ অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	<u>বিআরটিএ:</u> **নির্দেশনা ৫:** রাইড শেয়ারিং সার্ভিসে ব্যবহৃত মোটরযানে ৯৯৯ ফোন নম্বর ব্যবহারের বিষয়টি শর্তযুক্ত করে ০১.০৭.২০১৯ হতে বিআরটিএ কর্তৃক রাইড শেয়ারিং কোম্পানিসমূহকে লাইসেন্স প্রদান করতে হবে এবং রাইড শেয়ারিং সার্ভিসে ভ্রমণের দূরত্ব অনুযায়ী সর্বোচ্চ ভাড়া নির্ধারণ করে দিতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** অক্টোবর ২০২২ তারিখ পর্যন্ত মোট ১৮টি প্রতিষ্ঠানকে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরটিএ থেকে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ১৮টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৫টি রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান বিআরটিএ হতে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এনলিষ্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হয়েছে। নীতিমালা অনুসরণ করে রাইডশেয়ারিং সার্ভিস পরিচালনা এবং এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান কার্যক্রম চলমান আছে। উল্লেখ্য ৩০ অক্টোবর'২২ তারিখ পর্যন্ত ১৫টি রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে মোট ৩০,২২১(ত্রিশ হাজার দুইশত একুশ)টি রাইডশেয়ারিং মোটরয়ান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে।	নীতিমালা অনুসরণ করে রাইড শেয়ারিং সার্ভিস পরিচালনা এবং এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	নির্দেশনা ৬: পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে প্রণীত সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ কার্যকর করার নিমিত্ত এ আইনের অধীন বিধি প্রণয়নের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে ক্রম ৬(ক)-তে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়েছে। তাই পুনরায় আলোচনার প্রয়োজন নেই।	ক্রম ৬ (ক)-তে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়েছে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/এস্টেট) /চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ উপসচিব (আইন)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ডিটিসিএ নির্দেশনা ৭: ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসন ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন সংক্রান্ত কমিটির কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করার জন্য কমিটিতে মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও মাননীয় মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-কে ডিটিসিএ'র পরিচালনা পর্ষদে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বাস্তবায়ন অগ্রগতি: নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BUTA) আইন, ২০২২ এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে বিশ্ব ব্যাংকের সাথে আলোচনা সভা হয়েছে। আগামী ১ সপ্তাহের মধ্যে চূড়ান্ত খসড়া মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BUTA) আইন, ২০২২ এর খসড়া আগামী ৩০ নভেম্বর ২০২২ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ)/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)
	বিবিধ নির্দেশনা: **সওজ অধিদপ্তর** (ক) সড়ক-মহাসড়কের স্থায়িত্ব রক্ষায় যানবাহনের ওজনসীমা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ২৮টি এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন স্থাপনের চলমান কাজ এগিয়ে নিতে হবে। (খ) চলমান প্রকল্পগুলোর কাজ দ্রুত শেষ করা। (গ) সড়ক নির্মাণ কাজের গুণগত মানের সুরক্ষা এবং সরকারি অর্থের সবোর্চ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা। (ঘ) কক্সবাজার মেরিন ড্রাইভের শুরুতে ০২ কিলোমিটার মিসিং লিংক নির্মাণের উদ্যোগ নিতে হবে। মেরিন ড্রাইভ সম্প্রসারণের কাজ এগিয়ে নিতে হবে। (ঙ) বান্দরবানের এবং রাঙ্গামাটি-চিম্বুক সড়কের বেইলি সেতু কনক্রিট সেতুতে রূপান্তরের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। (চ) মধুমতি সেতু (কালনা সেতু), ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু, বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজির ৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু (বেকুটিয়া সেতু), এমআরটি রুট-৬ এর কাজ শেষ প্রান্তে। কাজ শেষ করে উদ্বোধনের উদ্যোগ নিতে হবে। (ছ) ভিন্ন কোনো উৎস কিংবা প্রয়োজনে নিজস্ব অর্থায়নে হলেও খুলনার ঝপঝপিয়া সেতু নির্মাণ করতে হবে। (জ) খুলনা-মোংলা-যশোর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতি করা খুবই জরুরি। এ ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। (ঝ) ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের দুপাশে দুটি সার্ভিস লেন নির্মাণের উদ্যোগ জরুরি ভিত্তিতে নিতে হবে। ভবিষ্যতে প্রস্তাবিত এক্সপেসওয়ে এট-গ্রেডে হবে নাকি ইলিভেটেড হবে এ বিষয়ে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। (ঞ) ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া দীর্ঘ হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে প্রকল্পের কাজ শুরু হতে বিলম্ব হয়। এজন্য মন্ত্রণালয় থেকে নজরদারি এবং সমন্বয় বাড়াতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** (ক) সড়ক-মহাসড়কের স্থায়িত্ব রক্ষায় যানবাহনের ওজনসীমা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ২৮টি এক্সেল লোড কন্ট্রোল ষ্টেশন স্থাপনের কাজ যথাযথভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। (খ) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের চলমান প্রকল্পসমূহের কাজ গুণগতমান বজায় রেখে দ্রুত সমাপ্ত করার জন্য মনিটরিং অব্যাহত আছে। (গ) সড়ক নির্মাণ কাজের গুণগত মানের সুরক্ষা এবং সরকারি অর্থের সবোর্চ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর সদা সচেষ্ট আছে। (ঘ) কক্সবাজার মেরিন ড্রাইভের শুরুতে প্রায় ২ কিঃমিঃ মিসিং লিংক এর DPP প্রণয়ন কাজ চলমান আছে। টেকসই সড়ক নির্মাণের লক্ষ্যে কিছু নতুন Technology ব্যবহার করতে হবে বিধায় BUET কে অন্তর্ভুক্ত করে DPP প্রণয়ন করা হবে। (ঙ) বান্দরবান-রাঙ্গামাটি সড়কে মোট ২৭টি বেইলী ব্রিজ রয়েছে। গত অর্থবছরে PMP Bridge Culvert কর্মসূচীর আওতায় ১১টির কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে ৫টি বেইলী ব্রিজ এর কাজ চলমান এবং ৬টি এর Evaluation প্রক্রিয়াধীন। চলতি অর্থবছরে আরও ১০টি বেইলী ব্রিজ PMP Bridge Culvert কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। এ সড়কের অবশিষ্ট ৬টি বেইলী ব্রিজসহ চট্টগ্রাম জোনের অন্যান্য সড়কের মোট ৯৫টি বেইলী ব্রিজ পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ব্রিজ ম্যানেজমেন্ট উইং কর্তৃক Physibility Study সম্পন্ন করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, (১) বান্দরবান-চিম্বুক-থানচি সড়ক এবং (২) Y-জংশন-রুমা সড়ক দু'টি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। উক্ত সড়কসমূহেও ৬৩টি বেইলী ব্রিজ রয়েছে। (চ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মধুমতি সেতু (কালনা সেতু) ও ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু ১১ অক্টোবর ২০২২ তারিখে এবং রাজাপুর-নৈকাঠী-বেকুটিয়া-পিরোজপুর সড়কের (জেড-৮৭০২) ১২তম কিলোমিটারে বেকুটিয়ায় কচা নদীর উপর বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব ৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু গত ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে উদ্বোধনপূর্বক যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। এমআরটি রুট-৬ এর কাজ শেষ প্রান্তে। কাজ শেষ করে উদ্বোধনের উদ্যোগ নেয়া হবে।	ক-ঞ এর প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(ছ) খুলনার ঝপঝপিয়া সেতু নির্মাণের জন্য একটি DPP প্রণয়ন করা হয়। উক্ত DPP-টি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ২৭ এপ্রিল ২০২২ তারিখে ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। যা বর্তমানে ERD তে প্রক্রিয়াধীন আছে। (জ) খুলনা-মোংলা-যশোর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। ERD এর মাধ্যমে Korean Exim Bank (KEB) এর নিকট এ প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত অর্থায়নের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। Korean Exim Bank (KEB) থেকে এখনও সম্মতি পাওয়া যায়নি। (ঝ) ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কটি ৬ লেনে উন্নীতকরণসহ দু'দিকে সার্ভিস লেন নির্মাণের লক্ষ্যে Detailed Design প্রণয়নের পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান আছে। ২০২৫ সালের ADB Pipe Line প্রকল্পের তালিকায় এটি অন্তর্ভুক্ত আছে।		
	বিআরটিএ: **নির্দেশনা:** • ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান বিষয়ক জটিলতা নিরসন এবং এ কার্যক্রম জোরদার করা; • সড়কে নিরাপত্তা এবং পরিবহনে শৃঙ্খলা জোরদার করা। • হাইওয়ে পুলিশের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা। ২২টি জাতীয় মহাসড়কে সিএনজি অটোরিক্সাসহ নন-মটরাইজড যানবাহন চলাচল বন্ধের সিদ্ধান্ত করতে মনিটরিং জোরদার করা। • বিআরটিএ-র প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। সেখানে সেবা গ্রহীতাদের এখনও ভোগান্তি আছে। আছে সর্ষের মধ্যে ভুত। কিছু সেবা অনলাইনে পাচ্ছে জনগণ, অন্যান্য সেবাগুলোও অনলাইন বা প্রযুক্তি নির্ভর করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপ: (ক) "ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান বিষয়ক জটিলতা নিরসন এবং কার্যক্রম জোরদার করা " সংক্রান্তে বিআরটিএ'র মন্তব্য নিম্নরূপ: • BRTA অফিসে গমন না করে সরাসরি Online system থেকে তাৎক্ষণিকভাবে আবেদনকারী কর্তৃক সিস্টেম জেনারেটেড লার্নার ড্রাইভিং লাইসেন্স গ্রহণ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। • ড্রাইভিং কম্পিটেন্সি টেস্ট বোর্ড (DCTB) এর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ক্ষেত্রবিশেষে সিলিং (পরীক্ষার্থীর নির্ধারিত সংখ্যা) বৃদ্ধিসহ নিয়মিত DCTB বোর্ড পরিচালনা করা হচ্ছে। DCTB কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষার ফলাফল পরীক্ষার দিন শেষে Online এ প্রকাশ করা হয়। যে কারণে পরের দিনই আবেদনকারীগণ কর্তৃক ড্রাইভিং লাইসেন্সের আবেদন দাখিল করা যায়। • ড্রাইভিং লাইসেন্স সিস্টেমে অ্যাপ্রুভ হওয়ার সাথে সাথেই গ্রাহকের মোবাইলে মেসেজ প্রেরণ করা হয়। ড্রাইভিং লাইসেন্স সার্কেলে রিসিভ হওয়ার সাথেই গ্রাহকের মোবাইলে মেসেজ পৌঁছে যায় ফলে গ্রাহকের ড্রাইভিং লাইসেন্স সংগ্রহ করতে কোনও সমস্যা হয় না। • দক্ষ ড্রাইভার তৈরী করার জন্য নিয়মিত ড্রাইভিং ট্রেনিং স্কুল নিবন্ধন করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত বিআরটিএ'র পক্ষ থেকে ১৪৭ টি ড্রাইভিং ট্রেনিং স্কুল নিবন্ধন করা হয়েছে। • ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর বোর্ড পরিচালনার মাধ্যমে ৭২৪ টি ইন্সট্রাক্টর লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে এবং নিয়মিত বোর্ড পরিচালনা করা হচ্ছে। • সরকার কর্তৃক "Skill for Employment and Investment Program" (SEIP) প্রকল্পের আওতায় ১ (এক) লক্ষ অভিজ্ঞ পেশাদার ড্রাইভার তৈরী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরসহ সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান চালকদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ করছে। খ) (১) ঢাকা মহানগরীসহ সারাদেশে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে সড়ক নিরাপত্তা ও গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক শ্লোগান সম্বলিত স্টিকার, লিফলেট ও পোস্টার গাড়িচালক, যাত্রী, পথচারী ও সড়ক ব্যবহারকারীদের মধ্যে নিয়মিতভাবে বিতরণ করা হচ্ছে। বিআরটিএ'র পাশাপাশি সড়ক পরিবহন মালিক/শ্রমিক সংগঠনগুলোকে প্রচার প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনার অনুরোধ জানিয়ে মালিক শ্রমিক সংগঠন বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। (২) সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে দক্ষ ও মানবিক গুণসম্পন্ন গাড়িচালক তৈরির লক্ষ্যে পেশাজীবী গাড়িচালকদের নিয়মিতভাবে স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৬২,৯০০ জন পেশাজীবী গাড়িচালককে সড়ক নিরাপত্তা, ট্রাফিক আইন ও সচেতনতামূলক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। (৩) মহাসড়কে নসিমন, করিমন, ভটভটি, ইজিবাইক, থ্রি-হুইলার ইত্যাদি ধীরগতির অবৈধ বাহন চলাচল বন্ধের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য হাইওয়ে পুলিশ, জেলা প্রশাসক, জেলা পুলিশসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে জেলা ও উপজেলা সড়ক নিরাপত্তা কমিটির সভা নিয়মিতভাবে আহবানপূর্বক সড়ক পরিবহন আইন লঙ্ঘনে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, মহাসড়কে স্থাপিত ট্রাফিক সাইন, সিগন্যাল যাতে মোটরযান চালকের	প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)/

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ভালোভাবে দৃষ্টিগোচর হয়, সে জন্য রাস্তার পার্শ্বের গাছের ডালপালা অপসারণ, মহাসড়কের পার্শ্বে অবৈধ হাট বাজার উচ্ছেদসহ অন্যান্য সমস্যাগুলো দুর করা, চলন্ত অবস্থায় চালকের মোবাইল ফোনে কথা বলা, হেড ফোনে গান শোনা ইত্যাদি বন্ধ করা। ওভার স্পীডে গাড়ি না চালানো, ঘন কুয়াশায় গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণে রাখা, নির্ধারিত স্থান ছাড়া গাড়ি পার্কিং না করা ইত্যাদি বিষয়ে সড়ক পরিবহন মালিক-শ্রমিক সংগঠন কর্তৃক মোটরযান চালকগণকে মোটিভেশন প্রদান, দূরপাল্লার যানবাহনে গাড়ি চালকের একটানা ৫(পাঁচ) ঘন্টার রেশি গাড়ি না চালানো ইত্যাদি বিষয়ে সড়ক পরিবহন মালিক-শ্রমিক সংগঠনসহ সংশ্লিষ্টদের পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। অবৈধ ছোট ছোট মোটরযান চলাচল বন্ধের লক্ষ্যে বিআরটিসি কর্তৃক স্বল্প দূরত্বের জন্য বাস, মিনিবাস ও ট্রাক সার্ভিস চালু করা হয়েছে। স্বল্প দূরত্বে বাস মিনিবাস চালু করার জন্য সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সড়ক পরিবহন খাতে শৃঙ্খলা রক্ষার্থে বিআরটিএ কর্তৃক নিয়মিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। বিআরটিএ'র বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক পরিচালিত মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ১৮,৯৮৭টি মামলার মাধ্যমে ৩,৯৩.৭৩,৯০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। এছাড়া, ২৩৮জনকে কারাদন্ড প্রদান এবং ২১৬টি যানবাহনকে ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ করা হয়েছে। (গ) ২২টি জাতীয় মহাসড়কে নসিমন, করিমন, ভটভটি, ইজিবাইক, থ্রি-হুইলার ইত্যাদি ধীরগতির অবৈধ বাহন চলাচল বন্ধ করার জন্য হাইওয়ে পুলিশের অভিযান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিআরটিএ হতে হাইওয়ে পুলিশ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে নিয়মিত মনিটরিং অব্যাহত আছে। (ঘ) আইসিটি তথা তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) গত ১৯৯৩ সাল থেকে মোটরযানের নিবন্ধন প্রদান এবং ১৯৯৮ সাল থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান করে আসছে। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)-এর সকল সেবা অনলাইনে প্রদানের লক্ষ্যে বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টাল(বিএসপি) [www.bsp.brta.gov.bd] নামক একটি অনলাইন প্লাটফরম প্রস্তুত করা হয়েছে। বর্তমানে বিএসপি'র নিবন্ধিত ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৩.৬৭ লক্ষ। বর্তমানে বিএসপি'র মাধ্যমে (i) শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু (অপেশাদার/পেশাদার), (ii) রাইড শেয়ারিং সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের এনলিস্টমেন্ট সনদ ইস্যু ও নবায়ন, (iii) রাইড শেয়ারিং সেবা প্রদানকারী মোটরযানের এনলিস্টমেন্ট সদন ইস্যু ও নবায়ন, (iv) গ্রাহক কর্তৃক মোটরযান নিবন্ধনের আবেদন দাখিল, (v) মোটরযানের ফিটনেস সনদ নবায়নের নিমিত্তে এ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ, (vi) ড্রাইভিং কম্পিটেন্সি পরীক্ষার ফলাফল জানা, (vii) নিবন্ধিত মোটরযানের জরিমানাসহ বিভিন্ন ফি জানা, (viii) ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিকাশ/রকেট ব্যবহার করে মোটরযান নিবন্ধন ও ড্রাইভিং লাইসেন্স সংক্রান্ত সকল ফি অনলাইনে প্রদান করা এবং (ix) মোটরযান ও ড্রাইভিং লাইসেন্স সংক্রান্ত ফি জমার ব্যাংকে শাখা/বুথের তালিকা জানা যায়। আরও উল্লেখ্য যে, পর্যায়ক্রমে বিআরটিএ'র অন্যান্য সেবা অনলাইনে দেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।		
	ডিটিসিএ: **নির্দেশনা:** ডিটিসিএ-র বাস রুট রেশনালাইজেশন কার্যক্রম যেভাবে হোক আমাদের সফল করতে হবে। পাইলটিং পর্যায়ে যেসব সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে তা সমাধান করে এ কার্যক্রমের পরিধি বাড়াতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** ডিটিসিএ হতে জানানো হয়েছে, ঢাকা মহানগরীতে গণপরিবহনে শৃঙ্খলা আনয়ন ও যানজট নিরসনে বাস রুট রেশনালাইজেশন ও কোম্পানির মাধ্যমে বাস পরিচালনা পদ্ধতি প্রবর্তন এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয় কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ২৬/১২/২০২১ তারিখে ২১ নং রুটের ঘাটারচর-মোহাম্মদপুর-জিগাতলা-প্রেসক্লাব-মতিঝিল-যাত্রাবাড়ী-কাঁচপুর নমুনা যাত্রাপথে "ঢাকা নগর পরিবহন" শীর্ষক বাস সেবা পরিচালনা শুরু করা হয়। উক্ত সেবায় প্রাথমিকভাবে বিআরটিসির ৩০টি দ্বিতল বাস, ট্রান্স সিলভা পরিবহনের ২০টি বাসসহ মোট ৫০টি বাস চলাচল করছে। বাস রুট রেশনালাইজেশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে ৯টি ক্লাস্টার (৯টি ভিন্ন ভিন্ন রঙের), ২২টি কোম্পানি ও ৪২টি রুটের প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছে। এর মাঝে সবুজ ক্লাস্টারে বর্তমানে চলমান মোট ৫৪টি রুটকে সমন্বয় করে ৮টি রুটে পরিণত করা হয়েছে যাদের রুট নং ২১ হতে ২৮। এর মাঝে ২১ নং রুটটি বর্তমানে পাইলট রুট হিসেবে চলছে। পরবর্তীতে, ২২ নং রুটে ৫০টি বাস, ২৩ নং রুটে ১০০টি বাস এবং ২৬ নং রুটে বিআরটিসি'র ৫০টি বাস চলাচল করবে মর্মে বাস রুট রেশনালাইজেশন কমিটি কর্তৃক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৩ অক্টোবর ২০২২ তারিখ মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২২ নং রুট (ঘাটারচর-ডেমরা স্টাফ কোয়ার্টার) এবং ২৬ নং রুট (ঘাটারচর-কদমতলী) এর 'ঢাকা নগর পরিবহন' শীর্ষক বাস সেবা পাইলটিং উদ্বোধন করা হবে। ইতোমধ্যে প্রায় ৭০টি বাস স্টপেজ তৈরি করা হয়েছে এবং ৪টি বাস ডিপো-টার্মিনাল ও ১টি লে-ওভার টার্মিনাল নির্মাণের লক্ষ্যে জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	বাস রুট রেশনালাইজেশন বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)
	ডিএমটিসিএল: **নির্দেশনা:** মেট্রো রুট-৬ এর কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে। যে সকল সমস্যা রয়েছে		অতিরিক্ত সচিব (আরবান

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	সচিব মহোদয়ের সাথে আলোচনা করে সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল জানান- ১. গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে গত ২৫ আগস্ট ২০২২ তারিখ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২. ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)-এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন এমআরটি লাইন-৬ এর বাণিজ্যিক চলাচল শুরুর নিমিত্ত পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং অপচয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অনুদান/ভর্তুকি হিসেবে ১,০০০ (এক হাজার) কোটি টাকা এককালীন ডিএমটিসিএল এর অনুকূলে বরাদ্দ প্রদানের বিষয়ে অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। ৩. এমআরটি পুলিশ ফোর্স গঠনের বিষয়টি ত্বরান্বিত করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	(১) সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেকে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (২) অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। (৩) এমআরটি পুলিশ ফোর্স গঠনের বিষয়টি ত্বরান্বিত করতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমটিসিএল)
	ঢাকা বিআরটি: **নির্দেশনা:** বিআরটি প্রকল্পের ইতোমধ্যে দৃশ্যমান অগ্রগতি আছে তবুও এ প্রকল্পে সমন্বয় জোরদার করে নির্মানকালে জনভোগান্তি কমাতে হবে। প্রবল বৃষ্টিতে যেন পানিজমে ভোগান্তি সৃষ্টি না হয়, সেদিকে নজর দিতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা বিআরটি কোম্পানী লিমিটেড জানান, বিআরটি করিডোরে যান চলাচল নির্বিঘ্ন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা সচল রাখতে নিয়মিত কন্ট্রাক্টর,পরামর্শক ও ট্রাফিক পুলিশের সাথে বৈঠক করা হচ্ছে। সব অংশের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে দ্রুত কাজ শেষ করার চেষ্টা চলছে।	বিআরটি করিডোরে যান চলাচল নির্বিঘ্ন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা সচল রাখতে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ঢাকা-বিআরটি)/প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা বিআরটি

০৩। আলোচ্যসূচিতে আর কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অনুরোধ করে সভা সমাপ্ত করেন।

(স্বাক্ষরিত)
২০/১১/২০২২
এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী
সচিব

কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত স্ব-স্ব বিষয়ের উপর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ০৭ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখের মধ্যে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৬.০৬.০০৩.২০-৪৮৭

তারিখঃ ১৪অগ্রহায়ণ ১৪২৯
২৯ নভেম্বর ২০২২

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
২. অতিরিক্ত সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৩. নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, নগর ভবন, ঢাকা
৪. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, বিআরটিএ ভবন, চেয়ারম্যানবাড়ী, নতুন বিমানবন্দর সড়ক বনানী, ঢাকা
৫. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, ২১ রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা
৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড, উত্তরা, ঢাকা
৮. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা
৯. যুগ্মসচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১০. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, টেকনিক্যাল সার্ভিস/মেকানিক্যাল/ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১১. উপসচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১২. সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, সওজ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়/ঢাকা/খুলনা/চট্টগ্রাম জোন
১৩. পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৪. চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৫. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, প্রশাসন ও সংস্থাপন, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৬. প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, সওজ, পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা
১৭. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১৮. সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল)/সহকারী সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৯. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

২৯/১১/2022

(নীলিমা আফরোজ)
উপসচিব
☏২২৩৩৮০৯৬৬
E-mail: dstraco@rthd.gov.bd